Government of West Bengal

'জননী' গল্পে পাঁচ সন্তানের চোখে দেখা জননীর স্বরূপ উন্মোচন কর।

'জননী' গল্পের প্রকাশ ১৩৬২ সালের 'দেশ' পত্রিকার পূজা সংখ্যায়। ৬০ এর সমাজ রাজনীতি বাংলাদেশের মধ্যে এক উত্তাল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ৬০ এর ক্রাইসিস ছিল আর সকলের চেয়ে আলাদা। উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সংকট, মূল্যবৃদ্ধি, ও দুর্দলীয় রাজনীতির নাম- কারেন্ট — আর সামাজিক দিক থেকে মানুষের এমন যুক্ত অবস্থা। বহু মৌলিক অমঙ্গলগ্রস্থতার মধ্যে মানুষের নৈতিক চরিত্রের এমন পতন ঘটাই স্বাভাবিক। সেই উদভ্রান্ত পরিস্থিতির মধ্যে নানা দিক দিয়ে একটি পরিবারের স্বাভাবিক পতন ও ট্রাজেডির রূপ আঁকা হয়েছে 'জননী' গল্পে।

'জননী' গল্পের প্রধান চরিত্র একটি 'জননী', তার আছে তাঁর পাঁচ সন্তান। সেই ভরা পরিবারের মধ্যে নানা দিক থেকে এসেছে পাঁচটি শোকের আঘাত। শোকে তার মায়ের মৃত্যু। গল্পের মধ্যে লেখক আধুনিক কথাসাহিত্যের ধারায় এক অদ্ভুত নির্মিতি ও সিচুয়েশন তৈরী করেছেন। তারা ধরে নিয়েছে তাদের জননীর আত্মা পারলৌকিক জীবনের পথে অভিযাত্রী। সেই পথ অতিক্রমণে পাঁচ সন্তান তাদের জননীকে পাথেয় দিতে চায়। এই অদ্ভুত ধারণাটি জন্ম পেয়েছিল এক আদিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের পারলৌকিক চেতনা থেকে। গল্পের শুরু এই মন থেকে। যেখানে এই পাঁচ সন্তান তাদের ব্যক্তিজীবনের এক একটা সংকটের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের জননীর চরিত্রটিকে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিল। তলিয়ে দেখলে জননী চরিত্রটি এই গল্পের একটি আধার মাত্র। আসলে গল্পকার বিমল কর ষাটের পটভূমিতে সামাজিক চরিত্রের একটি ও একটি মোচনেরই কথা বলেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিকে সামনে রেখে।

পারলৌকিক জীবনে যাওয়ার দীর্ঘ অন্ধকার পথ চলায় পাঁচ সন্তান যে সম্বল দিতে চেয়েছে, তার ভিতর থেকে উঠে এসেছে জননী চরিত্রের প্রধান পাঁচটি মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য। পর্যায় ক্রমে পাওয়া সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

প্রথমত, 'মা'-র অনেক দুঃখ ছিল। আর পাঁচটি নিম্ন মধ্যবিত্ত মায়ের মতই তার চেহারা। কিন্তু একটা দুঃখ ছিল বড় ছেলের বিয়ে না হওয়ার জন্য।

Government of West Bengal

কারণ, তার মা যে কনক নামের মেয়েটিকে পছন্দ করেছিল তার সঙ্গে অন্য তরুণীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মায়ের চোখ ছিল শুধু- কনকের সৌন্দর্যের দিকে। আর তার ভবিষ্যৎ কনের সুন্দর হয়ে ওঠার দিকে, মায়ের এই ভালোবাসার চেতনাহীনতা ও সমাজের এই ভালোবাসাহীনতাকেই তাই বড়ো ছেলে ভালোবাসার মন দিতে চায়— "আমি মাকে আমার সেই ভালোবাসার মন দিতে চাই।"

দ্বিতীয়ত, বড় মেয়ের সংকট নিয়ে মায়ের দ্বিতীয় একটি দুঃখ ছিল। স্বামী মারণ রোগে ভুগছিল। দুটি ছেলে এসে মারা গেল। তারপর পালিয়ে এসেছিল নিজের বাড়িতে। তার কথায় — "চামড়ার ব্যবসাদার সেই লোকটাকে ত্যাগ করে এসে আমি শুধু নিজেকে বাঁচিয়েছিলাম, কিন্তু আমার দরকারটুকু তো পাইনি।" সে ছিল এই সমাজের এক নীতিহীন ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির শিকার। তার দরকারটুকু এতদিনে সে কোথাও পেয়েছে। সে চেয়েছিল দ্বিতীয় বার বিয়ে করে সুখী হতে, কিন্তু মা-ই রাজি ছিলনা। তার চরিত্রের মধ্যে এক সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন মানসিকতা ছিল। তাই মেয়ে বলত — "এই তেজ দেখিয়ে তুমি তোমার ক্ষতি করলে। সারা জীবন জ্বলবে।" সুতরাং মা চাইতো পরিবারের মর্যাদা। প্রাচীন সংস্কারকে ভেঙে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাই বড় মেয়ে বলল — "মাকে আমি মানুষের উচিত সাহস দিতে পারিনি। মা যেন সেই সাহস পায়।"

তৃতীয়ত, ছোট ছেলের সংকটটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ নিয়ে তার মায়ের কম দুঃখ ছিলনা। ছোটর জীবন ছিল চঞ্চল। নিজেকে সব সময় ব্যস্ত রাখতে চাইতো। হয়তো পরিবারের এই সব উদ্ভট পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চাইতো। সকালে অনাথ আশ্রমে [illegible], দুপুরে [illegible] আর 'সন্ধ্যে বেলায় ফুল বাজারের সেই বস্তির চায়ের দোকানের লণ্ঠনের টিমটিমে বাতির আলোয় বসে ওর দলের ছেলে - ছোকরাদের সঙ্গে রাজনীতির চর্চা করত।" সুতরাং খাওয়া - দাওয়া, বিশ্রামের অভাবে অকালে তার কঠিন অসুখ হল। মা বলতো অসুখ সে ডেকে এনেছে। রাজনীতির প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা ছিলনা। সেই যুগ সমাজের এই প্রচেষ্টা ও অন্যায়ের

Government of West Bengal

প্রতি তার কোনো ভরসা ছিলনা। রাজনৈতিক পতনে সমাজ যে ব্যাধির শিকার হয়ে তা আশা ও ভরসা দিয়েও অনেকখানি নির্মূল করাযায়। অনেকটা দলের ছেলে সন্তানের উপর তার এই মেয়ের ভরসা পাওয়ার মতো। তাই সে মাকে মনেতে আশা ও ভরসা দিতে চেয়েছিল — 'মা যেন তার মনে ভরসা পায়।'

তৃতীয়ত, ছোট ছেলেকে নিয়ে সেইরূপ মায়ের কোনো দুঃখ ছিলনা। কিন্তু জীবনের এক অভিজ্ঞতায় সে মায়ের একটি পৃথক চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে দেখেছিল। 'মা স্বার্থত্যাগ করেনতো না' মাত্র দুশো টাকার বিনিময়ে তিনি শচীশ ভ্যাটার অংশীদারিত্বকে মিটিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু অসহায় মানুষটিকে ভালবেসে দেননি। এই হীনতা ও কৃপণতা শুধু মায়ের নয়, গোটা দশের সমাজের একটি যুগ বৈশিষ্ট্য হয়েও দেখা দিয়েছে। মানবিকতার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল অর্থলোভ, তাই ছোট ছেলে বলল: "মা হীন ছিল, আর মন কৃপণ ছিল...... আমায় যদি কিছু দিতে হয় আমি মাকে স্বার্থত্যাগ দেব।"

শেষতঃ; মেজ ছেলেকে নিয়ে মায়ের যে দুঃখ ছিল তা ঘটেছিল একটি দুর্ঘটনা কে কেন্দ্র করে, যার সে দুই চোখে অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়েও অন্ধত্ব ছিল তার মায়ের মধ্যে। আর তার এই ভালোবাসা হীনতা, আশা ভরসাহীন দুর্বলতা, সংস্কার আচ্ছন্নতা হয়তো তার স্বভাবে ছিলনা। কিন্তু সংসারের এক একটা সংকট, একের পর এক শোকের আঘাত তাকে এই ভাবে গড়ে তুলেছিল। সেই অসহায়তা, দারিদ্র্যের মধ্যে স্বার্থপরতা ও কৃপণতা ছাড়া তাঁর কোনো উপায় ছিলনা। মেজ ছেলে তার অন্ধ চোখ দিয়ে দেখেছিল মায়ের সেই অন্ধতা কী? 'মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল' তাই মেজ ছেলে বলেছিল: 'মা আমার হৃদয়ের চক্ষু অন্ধ।'

সুতরাং সন্দেহ থেকে জননী চরিত্রের আপাতদৃশ্য বৈশিষ্ট্য গুলিকে পুনর্মূল্যায়ন করা হল বস্তুরের প্রেক্ষিতে। এখানে জননী চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সাথে লেখক যুগ বৈশিষ্ট্যের

অংশটিকে ফুটিয়ে তোলেন, তাও অনির্বাণ ছিল দাদুর সেই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় ও অসুখের ভারে দেশের মধ্যে সেই অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকে তার জননীকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল মানু মেজো ছেলে আদরের আলো জ্বেলে দিয়ে। এবং এভাবেই এক অনির্বাণ মৃত্যুর পর তার জিদেশী আত্মার শান্তি কামনায়, তার জীবনের আগুন দীপ জ্বেলে দিয়ে পূর্ণ করে দিতে চেয়েছিল তাঁর ছেলে ও মেয়ে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় আলোচ্য 'জননী' গল্পে মৃত্যু আর বাস্তবিক জীবন এভাবেই অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠে মানবমনের অনুভূতির দর্পণ হয়ে উঠেছে।